3 অর্থনৈতিক প্রসারের উৎসসমূহ (Sources of Economic Growth)

3.1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ, বা, অর্থনৈতিক প্রসারের মৌল উপাদান (General Requirements for Economic Development, or, Basic Factors of Economic Growth) :

কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে সেই দেশকে উন্নয়নের পথে সমস্ত বাধা অপসারণ করতে হবে। তাহলে দেশটি স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবে। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (a) অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ ও (b) অন্-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ।

(a) অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ ঃ

অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল (i) প্রাকৃতিক সম্পদ, (ii) মানবিক সম্পদ, (iii) মূলধন, (iv) বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগ, (v) উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা, (vi) বাজার ও (vii) কৃৎকৌশল। আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(i) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাকৃতিক সম্পদ। শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভালো মানের কাঁচামাল দরকার। যদি কোনো দেশের এরূপ কাঁচামাল থাকে, তাহলে ঐ দেশের পক্ষে উন্নয়ন অর্জন করা সহজতর হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাটাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, OPEC দেশগুলোতে পেট্রোলের প্রচুর যোগান রয়েছে। চিলি, জাম্বিয়া এবং জাইরে তামা উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এদের স্থান। বার্মারও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু এই দেশগুলো অনুন্নত। এই দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটাতে পারে নি। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলিও তারা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য শর্তগুলোকেও পূরণ করতে হবে।

(ii) মানবিক সম্পদ বা শ্রম (Human resources or Labour) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হল মানবিক সম্পদ বা শ্রমশক্তি। এখানে মানবিক শ্রম বা সম্পদের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি শারীরিক শ্রম, দক্ষ শ্রম, পরিচালনগত দক্ষতা এবং উদ্যোগশক্তি। আমরা জানি যে, শ্রম হল উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান। মার্ক্সীয় তত্ত্বের মতে, শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। সুতরাং, উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম কেননা শ্রম ছাড়া উৎপাদন হতে পারে না। যদি মানবিক সম্পদ উপযুক্ত মানের হয়, তাহলে উন্নয়নের অন্যান্য বাধা সহজেই দুর করা যায়।

(iii) মূলধন (Capital) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তৃতীয় বিষয়টি হল মূলধন। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি অত্যাবশ্যক। মূলধন মূলত দু' ধরনের : বস্তুগত (Physical) মূলধন ও আর্থিক (Financial) মূলধন। বস্তুগত মূলধনের মধ্যে পড়ে বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন সামগ্রীর মজুত, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি। এগুলো হল উৎপাদনী দ্রব্য যা আরও দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে। মূলধন বলতে সামাজিক বহিরঙ্গ বা সামাজিক পরিকাঠামোকেও বোঝায়। যেমন, পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ প্রভৃতি। এগুলোকে সামাজিক মূলধনও বলা হয়। এগুলো সবই অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া মূলধন কৃৎকৌশলগত উন্নতিতে সাহায্য করে। এর ফলেও উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়ে।

আর্থিক মূলধন দিয়ে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শ্রমশক্তি কেনা হয়। ইহা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করতেও সাহায্য করে। এছাড়া রয়েছে মানবিক মূলধন। ইহাও উৎপাদনে সহায়তা করে। আমরা মানবিক মূলধনের কথা আগেই বলেছি। এ সম্পর্কে 3.16 বিভাগে বিস্তৃততর আলোচনা রয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে, আমরা জানি যে, নার্কসের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মূল কারণ হল মূলধনের অভাব। মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান কোন অনুন্নত অর্থনীতির দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে সমৃদ্ধির শুভচক্রে রূপান্তরিত করতে পারে।

(iv) বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগ (Specialisation and Division of labour) :

যদি কোন দেশ যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে তাহলে দেশটি বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন শুরু করতে পারে। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগ ঘটবে। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

(v) উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা (Efficiency in the use of resources) :

উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়িয়ে উপকরণের ইউনিট পিছু উৎপাদন বাড়ানো যায়। উপকরণের বণ্টনগত দক্ষতা বাড়ালে উৎপাদন বাড়বে। আবার, শ্রম ও পরিচালনগত কাজকর্মের গুণগত মান ও প্রচেষ্টা বাড়ালেও (যাকে X-দক্ষতা বলা হয়) উৎপাদন বাড়ে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

(vi) বাজার (Market) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর একটি বিষয়ের বিশেষ আবশ্যক। সেটি হল বিস্তৃত বাজার অর্থাৎ অনুন্নত দেশে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর যথেষ্ট কার্যকরী চাহিদা থাকতে হবে। দ্রব্যসামগ্রীর বাজার না থাকলে বিভিন্ন উপকরণের যথেষ্ট যোগান থাকলেও উৎপাদন হবে না। Hagen সঠিকভবেই বলেছেন যে, দ্রব্যের বাজার থাকলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। আমরা জানি, বিশেষায়ণ ও শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করে উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো যায়। কিন্তু শ্রমবিভাগ বাজারের আয়তন দ্বারা সীমায়িত। সুতরাং, শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সুবিধা পেতে গেলে বাজার প্রসারিত করতে হবে, নতুবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে না।

(vii) কলাকৌশল (Technology) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কলাকৌশল বা উৎপাদন কৌশল। কলাকৌশল বলতে উৎপাদন পদ্ধতি বোঝায়। যদি উৎপাদন পদ্ধতি বা কলাকৌশলের উন্নতি ঘটে, তাহলে মোট উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। এই কলাকৌশলগত উন্নতি মূলধনী যন্ত্রপাতির মধ্যে নিহিত (embodied) হতে পারে অথবা মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য উপকরণের মধ্যেও নিহিত (disembodied) হতে পারে। যেমন, মানবিক সম্পদের মান বৃদ্ধি, পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলেও উৎপাদন বাড়তে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উন্নত দেশে উৎপাদনবৃদ্ধির 80%-ই ঘটে থাকে কলাকৌশলগত উন্নতির ফলে। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলাকৌশলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

(b) অন্-অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (Non-economic factors) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নানা অন্-অর্থনৈতিক বিষয়ও অর্থনৈতিক বিষয়ের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নির্জীব, নিষ্প্রাণ। মানুষের মনন এবং অনুপ্রাণনা তাতে গতির সঞ্চার করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশে উপযুক্ত ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রথা, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান (institutions) গড়ে তুলতে হবে। তবেই লোকের মধ্যে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। আরো উন্নতির আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, সবকিছুকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা কমবে ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি আছে মানুষের মনে, মানুষের ধ্যানধারণায়। আর মানুষের ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, তাদের নিয়মকানুন ও রীতিনীতিগুলি।

আবার, উন্নয়নের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে রাষ্ট্রের বিরাট ভূমিকা আছে। সেজন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্-অর্থনৈতিক বিষয় হল রাষ্ট্র বা সরকার। অর্থনৈতিক

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোন দেশের সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জাপানে এরূপ ঘটেছে। তেমনি, গ্রেট বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় বৃটিশ সরকার অবাধ অর্থনীতির (*Laissez faire*) নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি শিল্প বিপ্লবের দ্রুত প্রসার ও তার গতিসঞ্চারে সাহায্য করেছিল।

আজকের দিনের অনুন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্র ঐ সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও সদর্থক ভূমিকা প্রত্যাশিতভাবেই নিয়ে থাকে। এটা প্রত্যাশিত যে, এই সকল দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সরবরাহ করবে, মূলধনী শিল্পে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে, দরিদ্র শ্রেণিকে মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দেবে, উপযুক্ত ট্রেনিং স্কুল খুলে শিল্প শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করবে ইত্যাদি। আজকাল অধিকাংশ অনুন্নত দেশেই সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

উপসংহারে আমরা Meier এবং Baldwin কে অনসরণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতে পারি। এই তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

(i) দেশীয় শক্তিসমূহ (indigenous forces) অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো বিদেশ হতে আমদানি করা যায় না। (ii) পূর্ণাঙ্গ বাজার গঠন (Perfecting the market) অর্থাৎ বাজারের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দুর করা, (iii) মূলধন চয়ন বা মূলধন সংগ্রহ (capital accumulation), (iv) বিনিয়োগকে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে চালিত করা (channeling of investment into most productive services), (v) মুদ্রাস্ফীতি পরিহার করা (avoidance of inflation), (vi) উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং প্রথা ও রীতিনীতি গড়ে তোলা (suitable values and institutions — political, social and religious) এবং (vi) উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ানো (increased supplies of entrepreneurs)।

3.2. অর্থনৈতিক প্রসারে জমির অবদান, বা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Contribution of Land to Economic Growth, or, Natural Resources and Economic Development) :

প্রকৃতির দান যা কিছু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকেই অর্থশাস্ত্রে জমি (land) বলা হয়। এই অর্থে জমি বলতে কেবল ভূমির উপরিভাগ বা ভূপৃষ্ঠই বোঝায় না, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, জলসম্পদ, বনসম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায়। সাধারণ বা সংকীর্ণ অর্থে 'জমি' বলতে বোঝায় কেবলমাত্র জমির উপরিভাগ বা ভূপৃষ্ঠ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে জমি বলতে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝায়। আমাদের আলোচনায় আমরা জমির এই ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করছি। তাই অর্থনৈতিক প্রসার বা উন্নয়নে জমির অবদান বলতে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের অবদানকেই বোঝাচ্ছি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান উপাদান—প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—হল জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল গুরুত্বের কথা অনেক অর্থনীতিবিদই বলে গেছেন। যেমন, Jacob Viner, William Baumol এবং Arthur Lewis প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অনেক দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের গুণগত মান এবং সুলভ প্রাপ্তির কারণে। প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। আমরা নীচে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের কয়েকটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখ করছি :

(i) উর্বর জমি ও পর্যাপ্ত জলসেচের সুযোগ থাকলে কৃষির উন্নয়ন ঘটে। আর কৃষির উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুঃসাধ্য।

(ii) আকরিক লোহা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ মজুত থাকলে অনুন্নত দেশের শিল্পায়ন সহজতর হয়।

(iii) জলসম্পদের পর্যাপ্ত যোগান বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করে। আর শিল্পায়নের জন্য বিদ্যুৎ খুবই প্রয়োজন।

(iv) নাব্য সমুদ্র উপকূল থাকলে জাহাজ সহজেই কূলে ভিড়তে পারে। ফলে দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্য সহজতর হয়। এই বিষয়টি বৃটেনের শিল্প বিপ্লবে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

(v) বনসম্পদ থাকলে তা থেকে কাঠ পাওয়া যায়। এই কাঠ বিল্ডিং, যানবাহন, জাহাজ ও অন্যান্য নানা জিনিস নির্মাণে কাজে লাগে। আর এই সমস্ত জিনিসের সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

(vi) সমুদ্র উপকূল কোন দেশে প্রচুর পরিমাণে মাছের যোগান দিতে পারে। জাপান এবং কিছু স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশে এই বিষয়টি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছে।

(vii) উপযুক্ত ও অনুকূল জলবায়ুর অবস্থা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের জলবায়ুর অবস্থারও বিশেষ গুরুত্ব আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোন দেশ যদি প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী হয়, তাহলে সেই দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সম্পদের উপযুক্ত ও সঠিক ব্যবহার করা চাই। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশই প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী। কিন্তু সেই দেশগুলো এখনও পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে নি। আবার, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে কিছু দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সত্যিই দরিদ্র। তাদের দারিদ্র্য বা অনুন্নতি অন্তত আংশিকভাবে এই প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার জন্যই। মূলত এজন্যই সেই দেশগুলো স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা তিব্বত ও আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবই এসমস্ত দেশের অনগ্রসরতার বা পশ্চাদ্‌গামিতার মূল কারণ।

এখন, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, বিশ্বে কিছু দেশ রয়েছে যারা প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী নয়। কিন্তু তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ স্তর অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এরকম একটি উদাহরণ হল সুইজারল্যাণ্ড। এই দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সুবিধার কথা বলা যাবে না। তবুও সুইজারল্যাণ্ডের মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন অথবা জার্মানির মাথাপিছু আয়ের সমতুল্য। আমরা আর একটি উদাহরণ হিসাবে জাপানের নাম উল্লেখ করতে পারি। আমরা জানি যে, জাপানেও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব রয়েছে। কিন্তু আজকের জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটি। আসলে সুইজারল্যাণ্ড ও জাপানের মতো দেশ তাদের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া কিছু প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খনিজ দ্রব্য আমদানি করে এবং উন্নততর উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে এই দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের বাধা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে এবং উচ্চ উন্নয়নের হার অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ঠিক একইভাবে গ্রেট বৃটেন লোহা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের অভাব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া, বৃটেনের উপনিবেশগুলো তাকে নানা মৌল প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান দিয়েছে। ফলে বৃটেন তার শিল্পবিপ্লবকে সফল করে তুলতে পেরেছে। আবার, বৃটেনের অনেক নদনদীই নৌকা ও ভারী জাহাজ চলাচলের উপযোগী ছিল এবং তার দীর্ঘ নাব্য সমুদ্র উপকূল ছিল। এই সব কিছুই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য হতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে বৃটেনকে সাহায্য করেছিল। এ সমস্ত বিষয়ই বৃটেনকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব পূরণ করতে সাহায্য করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন দেশ যদি প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করতে পারে, তাহলে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর কোন সমস্যা হবে না।

আজকের অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশই প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র নয়। তাদের যথেষ্ট পরিমাণে উর্বর জমি আছে, আছে মূল্যবান খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার এবং প্রয়োজনীয় জলসম্পদ। কিন্তু এই সমস্ত দেশে মূলধন ও উদ্যোগশক্তির অভাব রয়েছে। তাছাড়া এখানে উন্নত কৃৎকৌশলেরও অভাব। ফলে এদের সম্পদ অব্যবহৃত অথবা স্বল্প-ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনও কখনও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অথবা একচেটীয় নিয়ন্ত্রণের

জন্যও সম্পদের এরূপ অব্যবহার অথবা আধা-ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে এসমস্ত দেশগুলো অনুন্নত স্বল্পোন্নত রয়ে গেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে তার কোন মা নেই। উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা এবং অন্যান্য পরিপূরক উপাদানের সাহায্যে ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপযু ব্যবহার প্রয়োজন। কেবল তখনই একটি স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশ স্বয়ং-চালিত উন্নয়নের পথে পৌঁছানো আশা করতে পারে। তবে ঐ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক সম্প দু'রকম হতে পারে—**গচ্ছিত সম্পদ** (Fund resources) এবং **প্রবহমান সম্পদ** (Flow resources গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রবহমান সম্পদের পরিমাণ কখন নিঃশেষ হবে না। সেজন্য প্রবহমান সম্পদকেই বেশি করে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা বা খনিজ তেল গচ্ছিত সম্পদ। এই সম্পদ একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু জলের স্রোত থেকে উৎপন্ন শক্তি বা হাওয়ার বেগের দ্বারা চাকা ঘোরানো এবং তার দ্বারা উৎপন্ন শক্তি বা সৌরশক্তি প্রবহমান সম্পদ। এই প্রবহমান সম্পদ পুনরায় সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের প্রবহমান সম্প ব্যবহারের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটার পাশাপাশি দীর্ঘকালে সম্পদে অভাব হবে না, বরং দীর্ঘকালে দেশের মঙ্গল হবে।

3.3. ভূমি সংস্কার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Land Reform and Economic Development) :

চিরাচরিত এবং প্রচলিত অর্থে ভূমি সংস্কার বলতে ক্ষুদ্র চাষি এবং কৃষিশ্রমিকের মধ্যে ভূমির পুনর্বণ্টনকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে ভূমি সংস্কার বলতে কৃষির অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যেকোন উন্নয়নকে বোঝায়। (In the traditional and accepted sense, land reform means the redistribution of land in favour of small farmers and agricultural laboureres But in wider sense, land reform means *any* improvement in agricultural economic institutions)। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি সংস্কার বলতে কেবলমাত্র ভূমির পুনর্বণ্টনকেই বোঝায় না, এর পাশাপাশি খাজনার নিয়ন্ত্রণ, প্রজাস্বত্বের সংস্কার, কৃষি মজুরির পরিবর্তন, কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি সমবায়ের সংগঠন, কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই বোঝায়। ভূমি সংস্কার কোন স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে কিনা তা আমরা এখানে আলোচনা করবো। আমরা সমস্যাটির তিনটি দিক বিবেচনা করবো, যথা, ঐতিহাসিক দিক, অর্থনৈতিক দিক এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত দিক।

3.3.1. ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক দিক (Historical Aspects of Land Reform) :

আমরা যদি উন্নত দেশগুলির সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে ঐ সমস্ত দেশের উদাহরণ থেকে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যাতে বলা যায় যে, ভূমি সংস্কার হল উন্নয়নের শর্ত। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া এবং জাপানের কথা ধরা যাক। এই দেশগুলিতে উন্নয়নের হার ছিল খুবই বেশি। কিন্তু তা অর্জনের জন্য ঐ দেশগুলি ভূমি সংস্কারের সাহায্য নেয়নি। বরং ক্ষুদ্র চাষির স্বার্থের বিনিময়েই এসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করেছিল। ইংল্যাণ্ড এবং প্রাশিয়ায় বড় বড় ভূস্বামীরা প্রজা কৃষকদের শোষণ করত, তাদের অনেককে কৃষিশ্রমিকে পরিণত করেছিল। জাপান তার চাষিদের উপর উচ্চহারে কর বসিয়ে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত দেশে তাদের দ্রুত উন্নয়নের কালে সামাজিক ন্যায় বা সমতার সঙ্গে অর্থনৈতিক দক্ষতার একটা বিরোধ ঘটেছিল। অর্থনৈতিক দক্ষতার স্বার্থে তখন সামাজিক ন্যায় বা সমতার বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি বা